মেহেরপুরে র্যাবের অভিযানে কুরিয়ার সার্ভিস থেকে নকল বিড়ি উদ্ধার

মেহেরপুরে একটি অভিযানে নকল ব্যান্ডরোল যুক্ত তিন লক্ষ একাশি হাজার সাতশো শলাকা বিড়ি উদ্ধার করেছে র্যাব।

আজ বৃহস্পতিবার ১০ আগষ্ট বিকালে র্যাব-১২ এর সহকারী পুলিশ সুপার মনিরুজ্জামান এর নেতৃত্বে এক অভিযানে মেহেরপুর শহরের পুরাতন বাসস্ট্যান্ডের নিকট মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় পাড়ায় এস এ কুরিয়ার সার্ভিসের অফিসে অভিযান চালিয়ে বিভিন্ন ব্যান্ডের নকল বিড়ি উদ্ধার করা হয়।

সরকারী রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে বিভিন্ন কোম্পানির বিড়ির প্যাকেটে নকল ব্যান্ডরোল যুক্ত করে সার্ভিসে মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন স্থানে পাঠানোর জন্য বুকিং দেওয়া হচ্ছে, গোপন সূত্রে এমন খবর পেয়ে র্যাব-১২ সদস্যরা সেখানে অভিযান চালিয়ে এক লক্ষ সাতাশ হাজার দুইশো শলাকা নকল আজিজ বিড়ি, এক লক্ষব পচিশ হাজার শলাকা কারিগর বিড়ি এবং চল্লিশ হাজার পাচশ শলাকা মিঠি নকর বিড়ি উদ্ধার ও জব্দ করে র্যাব।

র্যাবের সুত্র জানায় জব্দকৃত সকল বিড়ি নকল ব্যান্ডরোল যুক্ত।

চুয়াডাঙ্গায় রেল বাজার ব্যবসায়ী সমিতির মানববন্ধন

চুয়াডাঙ্গা শহরের শতাব্দীর ঐতিহ্যবাহী রেল বাজার বাঁচাতে চুয়াডাঙ্গা রেল বাজার ব্যবসায়িক সমিতির আয়োজনে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে দশটার সময় রেল বাজার কৃষি ব্যাংকের

সামনে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। চুয়াডাঙ্গা শহরের রেল গেটে ওভারপাস নির্মাণে রেলবাজারের এক পাশের দোকানপাট ম্যাপের মধ্যে পড়াই রেল বাজার ব্যবসায়ী সমিতি ‘উন্নয়নে বাধা নয়, পুনবার্সন চাই’ স্লোগানে এ মানববন্ধনের আয়োজন করে।

এ সময় ব্যবসায়ীরা বলেন, বর্তমান দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে আমরা ব্যবসায়ী যারা আছি কোন প্রকার বাধা সৃষ্টি করতে চায় না কিন্তু চুয়াডাঙ্গা রেল বাজারের ফ্লাইওভারের কারণে কিছু দোকান অপসারণ হবে। কিছু ব্যবসায়ী ক্ষতিগ্রস্থ হবে যা কখনোই কাম্য নয়। শতবর্ষের পুরাতন বাজার রেল বাজার ভেঙ্গে কোন প্রকার উন্নয়ন আমরা চাই না। ঐতিহ্যবাহী রেল বাজার যদি ভেঙ্গে ফেলা হয় তাহলে ভেঙ্গে ফেলার আগে আমাদেরকে সঠিক পূর্ণবাসন ও ক্ষতিপূরণ সরকারকে দিতে হবে।

মানববন্ধনে উপস্থিত ছিলেন রেল বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি তৌফিকুল ইসলাম জোয়ার্দ্দার শাহিনের সভাপতিত্বে মানববন্ধনে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা দোকান মালিক সমিতির সভাপতি জগলু মিয়া, পরিবেশক সমিতির দপ্তর সম্পাদক অপু বিশ্বাস, জেলা দোকান মালিক সমিতির দপ্তর সম্পাদক ফারুক হোসেন, জেলা দোকান মালিক সমিতির সদস্য মনিরুজ্জামান মুকুল, রেল বাজার ব্যবসায়ী সমিতির অর্থ সম্পাদক লিমন মল্লিক, রেল বাজার দোকান মালিক সমিতির ব্যবসায়ীক নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন শুভ বিশ্বাস, আশরাফ,অর্পণ, রনি,মালেক সহ ব্যবসায়ীকবৃন্দ।

মানববন্ধনে সঞ্চালনা করেন রেল বাজার দোকান মালিক সমিতির সদস্য আরিফ শরিফ। ব্যবসায়ীরা দাবি করেন, রেল বাজারের একপাশে ডিস্ট্রিক বোর্ডের জায়গা আছে, সেখানে পুনবার্সন করার।

কুষ্টিয়ায় দুই বেকারিকে ৩০হাজার টাকা জরিমানা

কুষ্টিয়ার মানুষ বেশ ভোজনরসিক। এছাড়াও জনপ্রিয় বেকারির তৈরি নানান খাবার সমুহ। প্রায় প্রতিটি দোকানে পাওয়া যায় কেক,

হরেকরকমের বিস্কুট, চানাচুর, পাউরুটি, বাটারবন, মিষ্টি, সন্দেশ ইত্যাদি। এসব পণ্য জনপ্রিয় হলেও এর মান নিয়ে রয়েছে নানা প্রশ্ন। অভিযোগ রয়েছে, এসব বিভিন্ন বেকারির কারখানায় এসব খাবার তৈরি হয় অস্বাস্থ্যকর ও নোংরা পরিবেশে। বিএসটিআইয়ের অনুমোদন ছাড়াও এগুলো বাজারজাত করা হয়। সরেজমিন বেকারির কারখানাগুলোতে দেখা গেছে, অস্বাস্থ্যকর ও নোংরা পরিবেশ। প্রতিটি কারখানার ভেতরে স্যাঁতসেঁতে। নিম্নমানের উপকরণ দিয়ে তৈরি করা হচ্ছে বিস্কুট, চানাচুর, পাউরুটি, বাটারবন, মিষ্টি, সন্দেশসহ বিভিন্ন বেকারির পণ্য।

কারখানার ভেতরে যেখানে তৈরি করা খাবার রাখা আছে, সেখানেই ময়দা ও আটার গোডাউন। পাশে রাখা আছে জ্বালানির কাঠও। সঙ্গে রয়েছে মানবদেহের ক্ষতিকারক কেমিক্যাল এবং পামওয়েল তেলের ড্রাম। এর পাশেই ছড়ানো ছিটানো আছে নানা প্রকার তৈরি সব খাদ্যপণ্য।

জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের কুষ্টিয়ার সহকারী পরিচালক সুচন্দন মন্ডল অভিযান চালিয়ে দুইটি প্রতিষ্ঠানকে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করেছে। এসব খাদ্যদ্রব্য তৈরির জন্য আটা- ময়দা প্রক্রিয়াজাত করানো কড়াইগুলোও নোংরা। যেসব কর্মচারী এসব পণ্য তৈরি করছেন, তাঁদের শরীর থেকে ঝরছে ঘাম।

কুষ্টিয়া সদর উপজেলার জগতি এলাকায় বাজার তদারকি করা হয়। এসময় জগতি ৩ নং কলোনি এলাকায় গিয়ে দেখা যায় সেখানে সুমনা বেকারি এবং আইমান বেকারিতে নোংরা এবং অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে রাসায়নিক রঙ, ইন্ডাস্ট্রিয়াল সল্ট এবং সাল্টু মিশিয়ে খাদ্যপণ্য তৈরি করা হচ্ছে। যা মানব স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর ৪২ ধারা মোতাবেক সুমনা বেকারিকে ২০০০০/- এবং আইমান বেকারিকে ১০০০০/- জরিমানা আরোপ ও আদায় করা হয়।

সদর উপজেলার জগতি বাজারের ৩ নং কলোনি এলাকায় গিয়ে দেখা যায় সেখানে সুমনা বেকারি এবং আইমান বেকারিতে নোংরা ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাদ্যপণ্য তৈরি করছে। রাসায়নিক রঙ, ইন্ডাস্ট্রিয়াল সল্ট এবং সাল্টু মিশিয়ে খাদ্যপণ্য তৈরি করা হচ্ছে। যা মানব স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর ৪২ ধারা মোতাবেক সুমনা বেকারিকে ২০হাজার টাকা এবং আইমান বেকারিকে ১০ হাজার জরিমানা আরোপ ও আদায় করা হয়। সার্বিক সহযোগিতা করেন জেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর জনাব মোঃ আরাফাত

আলী। ভেজাল খাবার প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে নিয়মিত অভিযান অব্যাহত রয়েছে। তারপরও জনস্বার্থে এ অভিযান চলমান থাকবে বলেও জানান তিনি।

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, এই দুই বেকারির খাবার খেয়ে অনেক মানুষ আমাশয়সহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন। বিভিন্ন খাদ্যের সঙ্গে কীটপতঙ্গ থাকতে দেখা গেছে। আইন না মেনে শিশুদের দিয়ে তৈরি করা হচ্ছে বিভিন্ন বেকারির খাবার। কোনো খাদ্যের প্যাকেটে মেয়াদোত্তীর্ণ তারিখ ও বিএসটিআই অনুমোদিত স্টিকার নেই।

স্থানীয় চা দোকানীরা বলেন, ‘আমরা গরিব মানুষ। ফুটপাথে চা-পান বিক্রি করে কোনোমতে সংসার চালাই। বেকারির তৈরি এসব খাবার উৎপাদনের তারিখ দেখার সময় নাই। আর ক্রেতারা তো আর এসব জিজ্ঞেস করে না।’

আলমডাঙ্গায় অধিকারী মিষ্টান্ন ভান্ডারে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা

বিভিন্ন অভিযোগে আলমডাঙ্গা পৌর এলাকার অধিকারী মিষ্টান্ন ভান্ডারকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে জেলা ভোক্তা অধিদফতর। এ ছাড়া নোংরা পাত্রে মিষ্টি রাখা ও কারখানায় অপরিচ্ছন্নতার অভিযোগে ৭ দিন বন্ধের নির্দেশ দিয়েছে ভ্রাম্যমাণ আদালত ।

সোমবার দুপুরে শহরের চারতলা মোড়ে এ অভিযান পরিচালনা করেন জেলা ভোক্তা অধিদফতরের সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্র জানান, পৌর শহরের চারতলা মোড়ে অধিকার মিষ্টিন্ন ভান্ডারের কারখানায় অভিযান পরিচালনা করা হয়। অস্বাস্থ্যকর নোংরা ও দুর্গন্ধযুক্ত পরিবেশে দই মিষ্টি ও খাবার তৈরি করে। কারখানার মধ্যে নোংরা টয়লেট ও কর্মচারীদের হাত ধোঁয়ার কোন সুব্যবস্থা নেই। এছাড়াও বাসি রস মিষ্টিতে মরা মাছি

পড়ে ছিলো। দই তৈরির পাতিলে ৫/৬ শত গ্রাম ওজনে গ্রাহক ঠকানোর অভিযোগ ওঠে। নোংরা ও অস্বাস্থ্যকর পাত্রে মিষ্টি রাখায় অধিকারী মিষ্টান্ন ভান্ডারের মালিক হারান অধিকারকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। এসময় পোকামাকড় মিশ্রিত বাসি রস-মিষ্টি ফেলে নষ্ট করা হয় এবং প্রতিষ্ঠানের কারখানাটি পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা ও পরিবেশ উন্নয়নের জন্য ০৭টি বন্ধের নির্দেশ দেয় ভোক্তা অধিদফতর।

আলমডাঙ্গায় আন্তজেলা ট্রাক ট্যাংকলরী শ্রমিক ইউনিয়নের নির্বাচন অনুষ্ঠিত

উৎসবমুখর পরিবেশে আন্তঃজেলা ট্রাক ট্রাংকলরী কাভার্ড ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়ন ১৮৯৫র আলমডাঙ্গা শাখা কার্যালয়ের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। নির্বাচনে রিয়াজ উদ্দিন সভাপতি ও মজিবার রহমান সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন।

আলমডাঙ্গায় গতকাল শনিবার উৎসবমুখর পরিবেশে আন্তঃজেলা ট্রাক ট্রাংকলরী কাভার্ড ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়ন ১৮৯৫র শাখা কার্যালয়ের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

সকাল ১০ টা থেকে ৪ টা পর্যন্ত একটানা ভোট গ্রহণ করা হয়। নির্বাচনে মোট ৪৩৩ টি ভোটার মধ্যে ৪০৫ টি ভোট পোল হয়েছে। নির্বাচনে সভাপতি পদে মো: রিয়াজ উদ্দিন ছাতা প্রতিক নিয়ে ২৬৫ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বি আব্দুল মালেক সাইকেল প্রতিক পেয়েছেন ১৩৬ ভোট।

সাধারণ সম্পাদক পদে মজিবার রহমান আনারস প্রতিক নিয়ে ১৯৩ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বি আকুল আলী মাছ প্রতিক নিয়ে পেয়েছেন ১১২ ভোট, অপর প্রতিদ্বন্দ্বি প্রার্থী রফিকুল ইসলাম কুড়েঘর প্রতিক নিয়ে পেয়েছে ৭৮ ভোট।

এছাড়াও সহ-সভাপতি পদে হাফিজুল ইসলাম দাড়িপাল্লা প্রতিক নিয়ে ১৯৯

ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বি প্রার্থী শহিদুল ইসলাম ইপি হরিণ প্রতিক নিয়ে পেয়েছেন ১৭৫ ভোট ও অপর প্রতিদ্বন্দ্বি প্রার্থী জাহাঙ্গীর আলম মশাল প্রতিক নিয়ে পেয়েছেন ১৫৯ ভোট।

যুগ্ম সম্পাদক পদে সাজ্জাদুর রহমান সাজু ট্রাক প্রতিক নিয়ে ১৯৫ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বি প্রার্থী আব্দুল জব্বার হাতি প্রতিক নিয়ে ১১৩ ভোট ও অপর প্রতিদ্বন্দ্বি প্রার্থী মিজানুর রহমান দোয়াতকলম প্রতিক নিয়ে পেয়েছেন ৫৯ ভোট। সহ-সম্পাদক পদে মুক্তার আলী মই প্রতিক নিয়ে ১৬৪ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বি সুরমত আলী চেয়ার প্রতিক নিয়ে পেয়েছেন ১৩৪ ভোট ও অপর প্রতিদ্বন্দ্বি প্রার্থী মিজানুর রহমান ফুটবল প্রতিক নিয়ে পেয়েছেন ৫৮ ভোট।

সাংগঠনিক সম্পাদক পদে আব্দুল হান্নান বালতি প্রতিক নিয়ে ১৪২ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বি সুজন শেখ মোটর সাইকেল প্রতিক নিয়ে পেয়েছেন ১৩৩ ভোট ও অপর প্রতিদ্বন্দ্বি প্রার্থী মোজাফ্ফর হোসেন গোলাপ প্রতিক নিয়ে পেয়েছেন ১১৯ ভোট। প্রচার সম্পাদক পদে আশরাফুল হক রুবেল উড়োজাহাজ প্রতিক নিয়ে ২১৪ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বি প্রার্থী এনামুল হক মাইক প্রতিক নিয়ে পেয়েছেন ১৫৩ ভোট।

নির্বাচন কমিশনার হিসেবে দ্বায়িত্ব পালন করেন চুয়াডাঙ্গা আন্তজেলা ট্রাক ট্যাংকলরী শ্রমিক ইউনিয়নের মামুন অর রশিদ।

দর্শনা কেরুজ ডিষ্টিলারীতে ৪৩৮ কোটি টাকার মদ বিক্রির রেকর্ড

কেরুজ কম্পেলেক্সের ৪ ইউনিটের মধ্যে চিনিতে লোকসান হলেও লাভ করেছে বাকি তিনটিতে। কেরুজ ডিষ্টিলারীতে মদ বিক্রিতে রেকর্ড। মদ উৎপাদন বৃদ্ধিতে স্থাপন করা হয়েছে অটো মেশিন। এ অটো মেশিনে অল্প কয়েকদিনের মধ্যে উৎপাদন শুরু করবে। এতে করে বৃদ্ধি পাবে উৎপাদন। যে কারণে দেশের মদ বিক্রি কেন্দ্র গুলোতে মদের চাহিদা

পূরণ করে দ্বিগুনেরো বেশি মুনাফা অর্জনে সক্ষম হবে প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানটি বরাবরের মত এবারো মদ বিক্রিতে ইতিহাসের সর্বোচ্চ রেকর্ড করেছে।

২০২২-২৩ অর্থ বছরে প্রতিষ্ঠানটি ৪৩৮ কোটি ৯১ লাখ টাকার মদ বিক্রি করেছে। প্রতিষ্ঠানটি শুধুমাত্র মদ বিক্রি থেকে লাভ করেছে ১৫৫ কোটি টাকা। বিক্রির ১৪৫ কোটি টাকা সরকারি রাজস্ব দিয়েও চিনি কারখানায় প্রায় সাড়ে ৬৮ কোটি টাকা লোকসান পুষিয়ে মূল মুনাফা প্রায় সাড়ে ৮০ কোটি টাকা প্রতিষ্ঠানের খাতায় জমা হয়েছে। যা কোম্পানির ইতিহাসে সর্বোচ্চ বিক্রির রেকর্ড।

কেরু এ্যান্ড কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) মোশাররফ হোসেন এ তথ্য জানান।

তিনি জানান, ২০২২-২৩ অর্থ বছরে শুধু ডিস্টিলারি ইউনিট থেকে কোম্পানি সর্বোচ্চ এ্যালকোহল (মদ) বিক্রি করেছে। যা ৫৭ লাখ ৭৩ হাজার প্রুফ লিটার মদ বিক্রি হয়েছে। যা গত বছরের চেয়ে প্রায় সাড়ে ৩ লাখ প্রুফ লিটার বেশি। ২০২১-২২ অর্থ বছরে হঠাৎ চাহিদা বাড়ায় সেই বছর ১০ লাখ প্রুফ লিটারের বেশি মদ বিক্রি করে কোম্পানিটি।

তিনি জানান, এ বছর ডিস্টিলারি বিভাগ থেকে ৫৯ লাখ ৬৭ হাজার লিটার মদ উৎপাদন হয়েছে। এরমধ্য ১৬ লাখ ৪২ হাজার ৬১৯ লিটার বিলেতি মদ ও ৩২ লাখ ৮০ হাজার ২২০ লিটার বাংলা মদ উৎপাদন হয়।

কেরু এ্যান্ড কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) মোশাররফ হোসেন যোগদানের পর থেকে এ মিলটি ঘুরে দাঁড়িয়েছে। আগামীতে আখের মৃল্য বৃদ্ধি করার ফলে আগামীতে আখ চাষ আরও বৃদ্ধি পাবে বলে তিনি মন্তব্য করেন। ১৯৩৮ সালে চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনায় প্রতিষ্ঠিত হয় কেরু এ্যান্ড কোম্পানি। বর্তমানে ছয়টি ইউনিটে চিনি, ডিষ্টিলারি, ফার্মাসিউটিক্যালস, বাণিজ্যিক খামার, আকন্দবাড়িয়া খামার (পরীক্ষামূলক) এবং জৈব সার উৎপাদন করছে প্রতিষ্ঠানটি। এরমধ্যে শুধু ডিস্টিলারি (মদ) ইউনিটই লাভজনক।

সূত্র জানায়, ২০২১-২২ অর্থ বছরে ৪২৯ কোটি ৩৫ লাখ টাকা বিক্রি করে প্রতিষ্ঠানটি। ওই বছর রাজস্ব আদায় ও কোম্পানি পরিচালনাসহ সব খরচ বা ৪৯ কোটি ১৭ লাখ টাকা লাভ করে। ২০২০-২১ অর্থ বছরে ৩১৪ কোটি ৮৭ লাখ টাকার মদ বিক্রি করে কোম্পানি। ওই বছর লাখ হয় ১৪ কোটি ৬৩ লাখ টাকা।

বারাদী বাজারের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী কাউছার আহমেদের ইন্তেকাল

মেহেরপুর সদর উপজেলা বারাদী বাজারের বিশিষ্ট সার ব্যবসায়ী বিসিআইসির সার ডিলার ও খোকা এগ্রো ফার্ম এর স্বত্বাধিকারী কাউছার আহমেদ ইন্তেকাল করেছেন।

গতকাল বুধবার রাত ৮.১০ মিনিটের সময় বারাদী বাজারস্ত নিজ বাস ভবনে ইন্তেকাল করেন। তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ মরণঘাতী ব্যাধি ক্যান্সারে ভুগছিলেন। ভারত থেকে চিকিৎসা নিয়ে তিনি নিজ বাসভবনে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গতকাল বুধবার রাতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

কাওছার আহমেদের মৃত্যু সংবাদে এক পলক দেখার জন্য বারাদী বাজারের ব্যবসায়ীসহ আশেপাশে গ্রামের সুধীজন তাকে দেখতে বারাদী বাজারস্থ বাসভবনের সামনে ভিড় জমান। পরে তার লাশ তার শ্বশুর গ্রাম সিংহাটিতে নেওয়া হয়।

আজ বৃহস্পতিবার সকালে তার নিজ গ্রাম গাংনী থানাধীন সানঘাটে জানাজা নামাজ শেষে দাফন করা হবে বলে জানা যায়। মরহুম কাওছার আহম্মেদ সিংহাটি পশ্চিম পাড়ার বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ও সমাজ সেবক অলি মহাম্মদের বড় জামাতা।

মামলা ও গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে ব্যবসায়ীদের ধর্মঘট পালন

ঝিনাইদহে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযানে বাঁধা দেওয়ার অভিযোগে মামলা ও গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে ধর্মঘট পালন করছে ব্যবসায়ীরা।

আজ বুধবার সকাল থেকে জেলা শহরের সবচেয়ে বড় বাজার নতুন হাটখোলার ব্যবসায়ীরা এ কর্মসূচী পালন করছে। এতে বিপাকে পড়েছে সর্বস্তরের মানুষ।

স্থানীয়রা জানায়, মঙ্গলবার বিকেলে জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট শরিফুল হক ও জেলা ঔষধ তত্বাবধায়ক নতুন হাটখোলায় অভিযান চালায়। দুটি দোকানে ২৫ হাজার টাকা জরিমানা করে। সেসময় আশপাশের ব্যবসায়ীরা বিচারকদের অবরুদ্ধ করে। পরে পুলিশ এলে তারা সেখান থেকে চলে যায়। এ ঘটনায় রাতে ঔষধ তত্বাবধায়ক সিরাজুম মুনিরা বাদী হয়ে ১৪ জনের নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাত ৮০/৯০ জনকে আসামী করে সদর থানায় মামলা দায়ের করে। মামলার পর ২ জনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এ ঘটনার প্রতিবাদ ও মামলা প্রত্যাহারের দাবীতে সকাল থেকেই ধর্মঘট পালন করছে ব্যবসায়ীরা। আর এতে চরম বিপাকে পড়েছে বাজার করতে আসা সব শ্রেণীর মানুষ।

শহরের আদর্শপাড়া এলাকার বাসিন্দা আম্বিয়া খাতুন বলেন, আমার বাসায় অতিথি এসেছে। এখন বাজার করতে এসে কিছুই তো পেলাম না। এখন কি করি কোথা থেকে বাজার করি তা নিয়ে তো বিপদে আছি।

কেজি কলেজ এলাকার কলেজ ছাত্র আহসান কবির বলেন, আমরা ম্যাচে ৩৫ জন ছাত্র থাকি। এখন বাজারে এলাম কেনা-কাটা করব বলে। কিন্তু সব দোকান তো বন্ধ। এখন বাজার করতে না পারলে তো সবাইকে না খেয়ে থাকতে হবে।

নতুন হাটখোলা দোকান মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম বলেন, বিনা কারণে ব্যবসায়ীদের নামে মামলা দেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে ২ জনকে গ্রেফতারও করেছে পুলিশ। তাই ব্যবসায়ীরা গ্রেফতার এড়াতে বাজারে আসেনি। ডিসি স্যারের সাথে আমাদের কথা হয়েছে। তিনি এই সমস্যার সমাধান করলে ব্যবসায়ীরা আবারো দোকান খুলবে।

কার্পাসডাঙ্গা কবরস্থান মোড়ে

কাঁথা ব্যবসায়ীদের মধ্যে সংঘর্ষে আহত ২

দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা কবরস্থান মোড়ে আজ বুধবার বিকাল ৫ ঘটিকার সময় নকশীকাঁথা ব্যবসায়ীদের মধ্যে ক্রয়-বিক্রয় করাকে কেন্দ্র করে বাকবিতন্ডা সৃষ্টি হয়।এবং একপর্যায়ে সংঘর্ষে রূপ নেয়।

এই সংঘর্ষে দুই জন আহত। আহতদের মধ্যে কার্পাসডাঙ্গা কলোনি পাড়ার মৃত আলী আহমেদ ছেলে শফিউদ্দিন (৪০), কার্পাসডাঙ্গার মিজানুর রহমানের ছেলে রাজু (৩৫) আহত হন। আহতদের উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়। তাৎক্ষণিক কার্পাসডাঙ্গা পুলিশ ফাঁড়িতে খবর গেলে এস আই ইমরান হোসেন ও এ এস আই মোসলেম উদ্দিন সহ সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে তারা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

এই রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত পুলিশ সূত্রে জানা গেছে কোনো পক্ষ হতে কোনো অভিযোগ দাখিল হয়নি। অভিযোগ হলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

দ্রুত পুলিশের হস্তক্ষেপে পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য উভয়পক্ষকে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রেখে চলার জন্য বলেন।

ঝিনাইদহে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে ব্যবসায়ীর মৃত্যু

ঝিনাইদহ শহরের চাকলাপাড়া বিদ্যুৎস্পৃষ্টে শওকত আলী (৫০) নামের একব্যবসায়ীর মৃত্যু হয়েছে। বুধবার সকালে এ দুর্ঘটনা ঘটে। শওকত আলী সদর উপজেলার মহিষাকুন্ডু এলাকার মৃত শুকুর আলীর ছেলে।

ঝিনাইদহ সদর থানার ওসি শেখ মোহাম্মদ সোহেল রানা জানান, শওকত আলী চাকলাপাড়া একটি ভাড়া বাসায় ইজিবাইক চার্জের ব্যবসা করত।

বুধবার সকালে চার্জরত ইজিবাইকের প্লাগ খুলতে গিয়ে বিদ্যুতায়িত হয়ে গুরুতর আহত হয়। সেখান থেকে তাকে উদ্ধার করে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করে।

পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযোগ না থাকায় তার মরদেহ হস্তান্তর করা হয়েছে।